ছায়াপথ নয়

ডঃ মহম্মদ মঈন
জুলাই ২২, ২০০৭

পথিকের পথটা ক্রিষ্ট্যালের মত ঝিলিক দেয়া, যেখানে আলোর গতিপথ প্রতিফলন প্রতিসরনের বাঁধা ছকে পরিচালিত হয়ে চলে তেমনটি বেঁধে দেয়া পথ নয়। শরৎরাতে আকাশের ছায়াপথে কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য বস্তুর মত সরল পথের পরিবর্তে অসংখ্য বাঁকাপথে হোঁচট খাওয়া পাহাড় গর্তওয়ালা বন্ধুর কাদামাটির পথে তাকে চলতে হয়। ছায়াপথে ছাই এর মত দেখতে পথ বা জায়গা বা মহাশুন্যগুলো কিসে ভরা, কি বা কাহারা - যত ক্ষুদ্রই হোক - কিভাবে চলাফেরা করে, সে পথের বাধাগুলোয় ছিটকিয়ে কতবার পথহারা হয়ে ঘুরপাক খায় - গন্তব্যে যেতে পারছে কি পারছে না - এসব সুনিশ্চিত সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাক করা অসম্ভব বলে মনে হয় পথিকের।

তবে পথিক জানে এই ছায়াপথের চেয়েও, ক্রিষ্ট্যালের ঝিলিক দেয়া দানাবাঁধা পথের চেয়েও দুরূহ অগুছালো নিরবয়ব পথের যাত্রি সে। তার চলা যেন স্বচ্ছ কাঁচের অবয়বহীন মেট্রিক্সের মধ্য দিয়ে। সব দেখা গেলেও সুনির্দিষ্ট রাস্তা বাঁধা নেই। পা বাড়ালেই অজানা দিক, অজানা বাঁক, সব গুলিয়ে যায়। পথিক বুঝতেও পারে না কোথায় যাচ্ছে সে , কোথায় গিয়ে নোঙ্গর ফেলবে সে। ক্রিষ্ট্যাল স্ফটিকের চাইতেও স্বচ্ছ পরিস্কার এই কাঁচ, কিন্তু কাঁচের পৃথিবীর পথগুলো ছকে বাঁধা নয়। কাঁচের আকাশে পথিক যে দিকে তাকায় সেদিকেই মনে হয় পরিস্কার সব দেখা যাচ্ছে - গন্তব্যে যাওয়া খুবই সহজ। আসলে কিন্তু এইখান থাইক্ক্যা চাঁন্দোভি দেখা যায়ের মত। কাঁচের আবহমন্ডলে দেখা যায় সব দিকের সবই, কিন্তু যেখানে মেক্কা সেখানে যাওয়া যায় না, পথগুলো বড়ই প্যাঁচ পাকানো। সূতোয় গিঁট লেগে থাকার মত। শুধু কি তাই - যে পথই ধরে সেই পথই বারে বারে হাজারো ভাগে ভাগ হয়ে হাজারো দিকে ছড়িয়ে যায়।

ক্ষুদ্র পথিক খোঁজে সরল সোজা পথ, যাতে কম সময়ে মকসুদ মঞ্জীলে পৌঁছুতে পারে। কিন্তু সে একের পর এক ধাঁধার খপ্পরে প'ড়ে চক্রপথে ঘোরে - বলা চলে কোথাও না যেতে পারার সামিল, পথহারা ধ্রুবতারার মত।

জন্মেই দেখেছিলো তারই মত দেখতে কোটী কোটী মানুষ সেখানে। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে বুঝেছিলো কিছু রক্তমুখী ড্রাগন, কিছু রক্ত চোষা ভ্যাম্পাইয়ার, কিছু বিকল দাঁতের রক্তপিপাষু হায়েনা - দেখতে অবিকল মানুষের মত চলাফেরা করে চারপাশে। ধীরে ধীরে পথিকের পথের রং বদলে কালো অন্ধকার হ'লো, তাকে লুকিয়ে থাকতে হ'লো, লুকিয়ে চলতে হ'লো। মানুষের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রগুলো সংখ্যায় তার কাছে কমে গেল। ক'ফোটা অশ্রুর মত দু'ফোটা জ্ঞানের কলস নিয়ে সে কী করবে ভেবে দিশেহারা।

চিরদিন সমান যায় না - দিন বদলায় - অন্ধকার কালো পথ থেকে অদৃশ্য কোন অজানা শক্তি তাকে ক্রিষ্ট্যালের অঞ্চলে আনে; পুরো ক্রিষ্ট্যাল না হলেও আংশিক ক্রিষ্ট্যালের মেট্রিক্স। অসীম অন্ধকার কালো মেট্রিক্স থেকে বেরিয়ে কিছুটা সীমানা পাওয়া, কিছুটা মেঠো পথের - অন্তঃত আলু ক্ষেতে ধান ক্ষেতে যাবার মত কাদামাটীর পথের সন্ধান পাওয়া। সেও পথিকের জন্য অসীমকে পাওয়ার মতই। কিঞ্চিত হ'লেও এ পরিসরে সেটা কিঞ্চিত নহে - এমনি আঁচ করলো সে। কী এক অলৌকিক ক্ষমতা যেন তুচ্ছকে অসীম করে ভাববার আশা এনে দিলো পথিকের বুদ্ধিমত্তায়। মনে হ'লো এ যে এক মহা দান। 'যা পেয়েছি তাও থাক যা পাইনি তাও, তুচ্ছ বলে যা চাইনি তাই মোরে দাও' - রবীন্দ্রনাথের এই দর্শনের মত।

এ মেঠো পথে যতবার কেউটে, বিচ্ছু, কোবরা, হায়েনা, ড্রাগন, ইত্যাদি কতশত নানান কিসিমের কামড় ছোবল দিয়েছে - ততবার অজানা অদৃশ্য আরো সুন্দরতর পথ আকাশ থেকে ধপ ক'রে সামনে পড়েছে। অমানুষের গলা ধাক্কা মানুষের সোনার চামচ হয়ে যায় - এমন দর্শন পথিকের মজ্জায় গ্রথিত হয়েছে দিন দিন।

যতক্ষণ জীবন, চলাফেরা জানা অজানা ততক্ষণ। সেই ক্রিষ্ট্যাল মেট্রিক্স ছেড়ে আবারো আরো সুন্দরতর জ্ঞানের সন্ধানে পা বাড়াতে হয় পথিকের অন্য কোথা অন্য কোনখানে। এই হয়তো মানুষের ভাগ্যের বরাদ্দ।

শরীরে জ্বরা রোগ ব্যাধি এসে দুর্বল হ'য়ে কাজে সাফল্যের পরিবর্তে ক্ষণিকের ব্যর্থতা এলে কোবরা এখানেও ফণা তুলে ছোঁ মারে, বিষ ছাড়াতে কয়েক বছর কাটে। বড় জাগায় বড় কাজে হাত দিলে পেটের খাবারের বরাদ্দ বাতিল করে মালিক।

আবার নুতন করে শুরু হয় মহৎ কাজে সাফল্য পাবার উপায়ের খোঁজ। দুর্বল দেহে মাঝে সাঝে নিরাশায় মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ে - মৃত একটা মাংসপিন্ড যেন সে। এমত সময়ে আবারো কোন অজানার ইন্টারভিনাস মেডিসিন ইনজেক্টেড হয়। এমনি করে যখন পথিক সফল হয়, তথাকথিত মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো অনুধাবন করে - তখন পৃথিবীর কাঁচের মেট্রিক্স থেকে তার বিলুপ্তি, বিদায়।

ফিরে যাবার সময় সে ভাবে - এ্যতো পথ পরিক্রম করে এলাম - পথগুলোর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পেরেছিলাম কি? শুধুই কি যখন যেখানে যা বলার বা যা করার সেইটুকু বলেই বা করেই সময়টা কাটিয়ে আসিনি? উত্তর বিয়োগান্ত নয়, সৌভাগ্যের কথা, যোগান্ত। মানুষ নামের জীবন বাঁচাতে কিছু করেছি বৈকী - তবে সহজে নয়কো। পথের বেশী অংশটায় মহাশক্তিধর ড্রাগন আর কোবরার বিষ অনেকটা পানি করেছিলাম, ওরা আর অত আগ্রাসী নয়, বশে আনা পালিত পোষা জন্তুর মত অনেক মানুষকে সহায়তা দেয়। দুর থেকে দেখেও বড় তৃপ্তি।
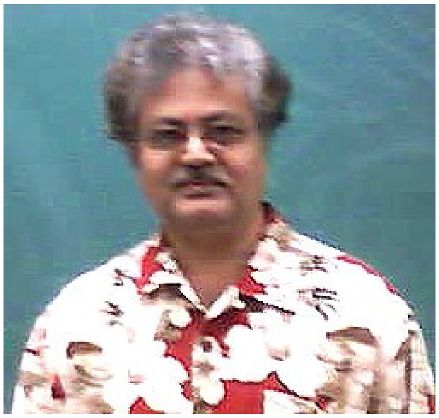
ক্রিষ্ট্যালের মত বিচ্ছুরিত বা কাঁচের মত স্বচ্ছ কিন্তু ভয়ংকর বাঁকা পথের চেয়ে আলো অন্ধকারের আকাশের ছায়াপথ অনেক বাঞ্ছনীয় মনে হ'লেও পথিক তা মেনে নিতে পারে না। ড্রাগন, হায়েনা, কোবরার মোকাবেলা করার একটা সুযোগ পাওয়া যায় কাঁচের পৃথিবীর স্বচ্ছ কিন্তু ভয়ংকর ঘুরপাক খাওয়া পথে। সফল হ'লে তো কথায় নেই, বিফল হ'লেও চেষ্টা করার তৃপ্তি।